Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

JOURNAL

July, 2023

GI Journal No. 25

Published on :

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৩৩
আবেদনের তারিখ : ১১-০৭-২০১৯

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মৌলভীবাজারের আগর আতর"** যা শ্রেণি ৩ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ "মৌলভীবাজারের আগর আতর"

শ্রেণী ঃ ৩

ক) আবেদনকারী নাম ঃ বাংলাদেশ আগর এন্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

খ) ঠিকানা ঃ আজিমগঞ্জ বাজার, ডাকঘরঃ সুজানগর, উপজেলাঃ বড়লেখা, জেলাঃ মৌলভীবাজার

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য (তেল)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১। আগর এক প্রকার উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি তেল।

২। আগর গাছের কাঠ থেকে পাওয়া যায় আতর বা আগর তেল। খাঁটি আগর তেল হালকা সোনালী হলুদ বর্ণের হয়।

৩। আগর গাছ থেকে বিশেষ কালো রঙের কাঠ পাওয়া যায়, যা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আতর (তেল) সংগ্রহ করা হয়।

৪। আগর গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে আতরের মান ও সুগন্ধি।

৫। আতর দুই প্রকার। ক. আগর গাছের কালো অংশ থেকে সংগৃহীত এবং খ. সাদা অংশ থেকে সংগৃহীত। ক এর মান ও দাম সবচেয়ে উন্নত হয়। এসব প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন গ্রেড রয়েছে। যার উপর নির্ভর করে দাম বাড়ে কমে।

৬। আগর গাছের কালো অংশ অর্থাৎ যে অংশ থেকে আগর সংগ্রহ করা হয় তাকে তরল সোনা বলা হয়।

৭। বিভিন্ন ওষুধ, পারফিউম, পারফিউম জাতীয় দ্রব্যাদি-সাবান, শ্যাম্পু এসব প্রস্তুতে আগর আতর ব্যবহার করা হয়।

৮। সাধারণত গৃহে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য আগর আতর ব্যবহার করা হয়।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

মৌলভীবাজারের আগর আতর সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী একটি শিল্প। এ শিল্প থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্ভর করছে আগর আতর শিল্পে। আগর গাছ থেকে পাওয়া যায় মূল্যবান আতর বা আগর তেল। খাঁটি আগর তেল হালকা সোনালী হলুদ বর্ণের হয়। মূলত আগর গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে আগর ও আতরের মান ও সুগন্ধি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বেড়ে উঠা ২০ বছর বয়সী গাছ থেকে মোটামুটি ভাল মানের আতর পাওয়া যায়। আর চাষ করা গাছে ১৫ বছর বয়স হলেই আগর আতর পাওয়া যায়। তবে ৫০, ৮০ কিংবা ১০০ বছর বয়স্ক গাছের আতর আরও উন্নত মানের। অর্থাৎ গাছের বয়স যত বাড়ে আতরের মান তত বাড়ে। গ্রেড ১ ও ২ পণ্যগুলো বয়স্ক গাছে পাওয়া যায়। যা পাওয়া দুষ্কর। এগুলোর দামও লাখ লাখ ডলার মূল্যের হয়ে থাকে। গ্রেড ১ গাছ অনেক সময় পাওয়া যায় না। যেহেতু তা গভীর বনে হয় তাই বয়সের ভারে অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ে যায়। পড়ে থাকতে থাকতে গাছ নষ্ট হয়ে গেলেও আগর (গাছের কালো অংশ) নষ্ট হয় না। পরে তা থেকে আগর ও আতর সংগ্রহ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই আতরের কদর সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিমভাবে গাছে ক্ষত সৃষ্টি হলে তাতে পচন ধরে চার পাশে কালো আবরণ দ্বারা ঢেকে যায়। এই কালো আবরণই সঞ্চিত আগর। তাই গাছে ক্ষত সৃষ্টির জন্য পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রয়োজন। যেহেতু সব গাছে পোকার আক্রমণ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই তাই নির্দিষ্ট দূরত্বে পেরেক বসিয়ে ক্ষত তৈরি করা হয়। সাধারণত ৬-১০ বছর বয়সী গাছে পেরেক বসানো হয়। এতে সচেতন থাকতে হয় যেন কান্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত পেরেক না পৌঁছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেপ্টেম্বর মাসের ক্ষত সৃষ্টি হলে বৃষ্টির কারণে বেশি পচন ধরে এবং কালো আবরণের পরিমাণও বাড়ে। সাধারণত পেরেক ঢুকানোর ২-৪ বছর পর গাছ কাটা হয়। এরপর গাছ কেটে কাঠ ফাড়াই করে কাঠ থেকে পেরেক ছাড়ানো হয়। আগরসমৃদ্ধ (কালো অংশ) কাঠ কেটে ছোট ছোট টুকরা বা চিপস করা হয়। তা আগর হিসেবে সরাসরিও বিক্রি হয় আবার লম্বা সময় ধরে ভিজিয়ে রেখে এবং উচ্চতাপমাত্রায় জ্বাল দিতে দিতে সেখান থেকে আতর সংগ্রহ করা হয়।

গাছে পেরেক মারা, গাছ কর্তন, পরিবহন, ফাড়াই, চিপস তৈরি, কাঠ খোদাই, জ্বাল দেওয়া, আতর প্রস্তত করা ইত্যাদি কাজে মাসে ২৫-৩০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান রয়েছে।

আতরের সুগন্ধি প্রশান্তিদায়ক, শরীরের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে অনেকে ব্যবহার করে। নানাবিধ ওষুধ, পারফিউম, পারফিউম জাতীয় দ্রব্যাদি-সাবান, শ্যাম্পু এসব প্রস্তুতে আগর তেল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত গৃহে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য আগর-আতর ব্যবহার করা হয়। আতরের পাশাপাশি আগর কাঠের গুঁড়া বা পাউডার ধূপের মতো প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী সবাই আগর আতর ও আগর কাঠের গুঁড়া ব্যবহার করে। আতর বাংলাদেশে তরল সোনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মৌলভীবাজারের জেলা ব্র্যান্ডিং বই এ উল্লেখ করা হয়েছে, “মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগরে প্রায় চারশত বছর ধরে আগর গাছ থেকে মূল্যবান তরল আতর তৈরি হয়ে আসছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে আগর-আতরকে বলা হচ্ছে তরল সোনা। এদেশে আরব বণিক থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ী পর্যন্ত সবাই ছুটে এসেছেন এর সুবাস নিতে। সুজানগরে ৩৫০টিরও বেশি আতর তৈরির কারখানা রয়েছে। এ শিল্পে জড়িত রয়েছেন সুজানগর, রফিনগর, বড়থল, শালগিগা ও হাসিমপুর গ্রামের প্রায় ৩০-৩৫ হাজার নারী-পুরুষ। এখানকার তৈরি আতর সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ ছাড়াও ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরে প্রায় ৫০০-৬০০ কোটি টাকার আতর রপ্তানি হচ্ছে। আতরের আতুরঘর সুজানগর হলেও পার্শ্ববর্তী জুড়ী উপজেলাতেও এর উৎপাদন বিস্তার লাভ করেছে। ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বড়লেখা এসে আগরকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় আগরকে শিল্প হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়। উন্নত মানের প্রযুক্তি ও সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আগর ক্লাস্টারকে দেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক আগরকে ২০১৬ সালে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।”

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

বাংলাদেশে আগর বৃক্ষের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। একসময় পৃথিবীর একমাত্র আগর উৎপাদনকারী দেশ ছিল বাংলাদেশ। এ দেশের আগর কাঠ ও তেলের সুগন্ধি উত্তম হওয়ার কারণে চাহিদাও ছিল ব্যাপক। আগর ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মৌলভীবাজারের বড়লেখা। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা মসলা, চাল, লবণ ও তাঁত বস্ত্রের সাথে আগরও কিনে নিয়ে যেত। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের জরিপ তথ্য থেকে জানা যায়, "বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ ব্যবসায় রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং এখানে প্রায় ৪৫০টি ফ্যাক্টরী ছিল। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্ব যেখানে সুজানগরের ৩০০টি কারখানা ছিল, সেখানে ভারতের আসাম ও নাগাল্যান্ডে ছিল মাত্র ৩টি।"

একসময় মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগর ইউনিয়নের প্রায় সবকটি গ্রামে আগর কারখানা ছিল। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের জরিপ থেকে জানা যায়, বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে প্রায় ৪৫০টি কারখানা ছিল। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বে কেবল সুজানগরে ৩০০টি কারখানা ছিল। এখনও সবচেয়ে বেশি আগর আতর উৎপাদন হয় এই সুজানগর ইউনিয়নে। বর্তমানে শুধু সুজানগরে ২৫০টি কারখানা চালু আছে। এ ছাড়াও মৌলভীবাজারের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১০০ কারখানা আছে। সবমিলিয়ে মৌলভীবাজারে প্রায় ৩৫০ আগর আতর কারখানা রয়েছে। মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, সুজানগর, কুলাউড়া, জুড়ী, রাজনগর, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গলসহ প্রায় পুরো জেলায় আগর বাগান আছে। সুজানগরের প্রায় ৮০% বাড়ির ৫০% জমিতে আগর গাছ রয়েছে।

আগরের ৯৮ ভাগ কারখানা ছিল বড়লেখা উপজেলায়। শতশত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় বড়লেখার ৩০টি গ্রামের প্রায় ৯০% মানুষ আগর ও আতর শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে। এটি তাদের ঐতিহ্যও। শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় দক্ষ এবং ব্যবসায়ীরাও বংশ পরম্পরায় শতশত বছর ধরে এই ব্যবসায় জড়িয়ে আছে। দেশভাগের সময় দুর্দিন নেমে আসে এই শিল্পে। স্বাধীনতার পর আবারও সুদিন ফিরতে শুরু করে। ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়ি কিংবা বাড়ি সংলগ্ন গড়ে তুলেছে কারখানা। এই শিল্পের বিভিন্ন কাজ যেমন: গাছে পেরেক মারা, গাছ কাটা, পরিবহন, ফাড়াই, চিপস তৈরি, কাঠ খোদাই, জ্বাল দেওয়া, তেল নিষ্কাশন ইত্যাদিতে অন্তত ২৫-৩০ হাজার মানুষ কাজ করছে। এর ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। এখানকার আগর ও আতর মধ্যপ্রাচ্য, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ফ্রান্স বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি যায় মধ্যপ্রাচ্যে। যা আমাদের রিজার্ভ ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আগর তেলকে বলা হয় বড়লেখার তরল সোনা। আর সুজানগরকে বলা হয়, আগর আতরের আদি রাজধানী।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রামের জরিপ তথ্য থেকে জানা যায়, "বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ ব্যবসায় রমরমা অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং এখানে প্রায় ৪৫০টি ফ্যাক্টরী ছিল। ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্ব যেখানে সুজানগরের ৩০০টি কারখানা ছিল, সেখানে ভারতের আসাম ও নাগাল্যান্ডে ছিল মাত্র ৩টি।" সবগুলো কারখানা সরাসরি রপ্তানী করতে না পারলেও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে তাদের কারখানা।

বাংলাদেশে ১ তোলা আতরের উৎপাদন ব্যয় প্রায় ১৫০০-২০০০ টাকা এবং রপ্তানীকারকদের কাছে বিক্রি হয় ৫-৮ হাজার টাকা। আর আন্তর্জাতিক বাজারে মান অনুসারে প্রতি কেজি কয়েক ডলার থেকে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার হয়ে থাকে। আগর চিপস রপ্তানীকারকদের কাছে প্রতি কেজি বিক্রি হয় ২০-৩০ হাজার টাকা এবং সরাসরি রপ্তানী হয় ১-১৫ হাজার মার্কিন ডলার।

৫০ জন ব্যবসায়ী মিলে 'বড়লেখা উপজেলা আগর আতর ব্যবসায়ী বহুমূখী সমবায় সমিতি লি.' নামে একটি সমিতি রয়েছে।

উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকার মানচিত্র ঃ

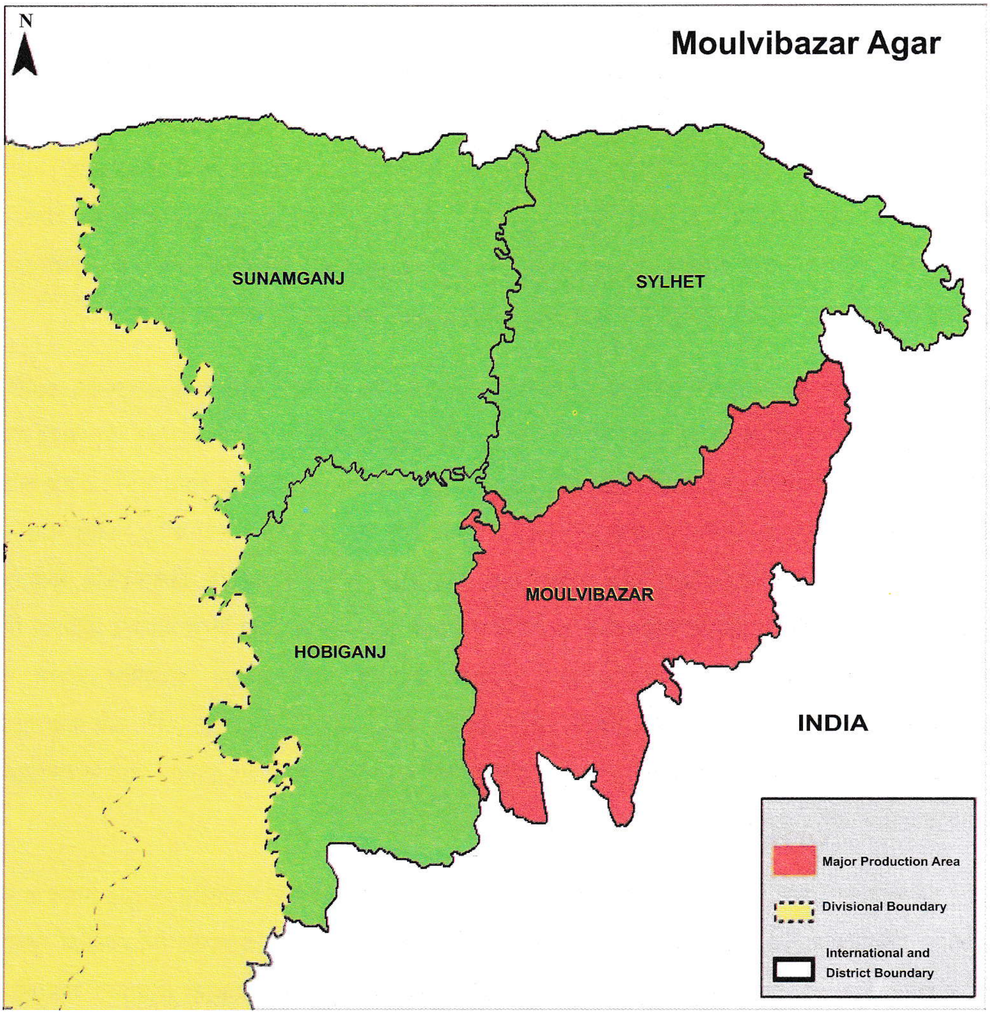

চিত্র ঃ মৌলভীবাজারের আগর উৎপাদনকারী এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় আগর ও আতর ব্যবহারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বই থেকে ও বন বিভাগের একটি প্রকাশনা থেকে জানা যায়, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৬৪৬ সাল পর্যন্ত) কামরুপরাজ ভাস্কর বর্মনের নিকট থেকে আগর আতর উপহার পেয়েছিলেন তা সিলেটের বড়লেখা থেকে সংগৃহিত। যা উল্লেখ রয়েছে ঐতিহাসিক হর্ষচরিত বইয়ে। তারও আগে ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের সময়ে এর ব্যবহার ছিল তা পবিত্র গন্থ রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে। তবে বড়লেখায় এর বিশদ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় প্রায় সাতশত বছর পূর্বে সিলেটে হযতর শাহ জালাল (র.) এর আগমনের পর। বড়লেখার প্রবীণ এক আগর ব্যবসায়ীর থেকে জানা যায়, হযরত শাহ জালাল (র.) এর সাথে আগত ৩৬০ আউলিয়ার এক আউলিয়া দরিয়া পীর আস্তানা করেন বড়লেখায়। তিনি বড়লেখার পাথারিয়া পাহাড় থেকে আগর গাছ সংগ্রহ করে আগুনে জ্বালিয়ে সুগন্ধ নিতেন। ওই সময় থেকেই বড়লেখার আগরের সাথে স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যাপক পরিচিত হয়। একই সাথে তারা এর ব্যবহার সম্পর্কে বিশদভাবে ধারনা পায়। কালক্রমে তারা এর বাণিজ্যিক চিন্তা করেন এবং এর সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার চেষ্টা করেন।

তখন তারা জানতে পারেন এর বাজার মূলত আরব ও মিশরীয়রা। কিন্তু সে সময় বড়লেখা থেকে আরবে আগরের ব্যবসা দুরুহ ছিল। তারা অনুসন্ধান করে জানতে পারেন আরবীয়রা তা পাকিস্তানের করাচি থেকে এসে সংগ্রহ করেন। তবে মাঝে মধ্যে আরব থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আরব সওদাগররা বড়লেখায়ও আসতেন। কিন্তু এর নিশ্চয়তা কম থাকায় বড়লেখার আগর ব্যবসায়ীরা বেছে নেন করাচিকেই। শুরু হয় করাচি কেন্দ্রিক আগর সরবরাহ। এর চাহিদা এতো বাড়ে যে, স্থানীয় গাছের মাধ্যমে তারা কুলিয়ে উঠতে না পেরে ভারত উপমহাদেশের আসাম, নাগাল্যান্ড থেকে আগর গাছ সংগ্রহ করে কখনো আসামে কখনো নিজ এলাকায় এনে প্রসেসিং করে আতর করাচীতে নিয়ে বিক্রি করতেন। বাণিজ্যিক চিন্তা নিয়ে বিট্রিশ আমলে বন বিভাগ আগরের বাগান সৃজিত করে। বড়লেখার অনেক ব্যবসায়ী আসামে আগরের মহাল রাখতেন। বাংলাদেশ আগর অ্যান্ড আতর ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ইক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য থেকে জানা যায়, তারা পুরাতন কাগজ খুঁজতে গিয়ে দেড়শত বছর পূর্বের আগর মহালের কাগজ পেয়েছেন। ব্রিটিশ আমলে করাচিতে আগরের চালান প্রেরণের রশিদ পেয়েছেন। তাদের পূর্বপুরুষ ব্রিটিশ, ব্রিটিশ পূর্ব সময়, পাকিস্তান আমলে করাচিতে নিয়েই তা বিক্রি করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তারা ভারতের মুম্বাইয়ে বড় বাজার পায়। এখনও তারা মুম্বাইয়ে মাল প্রেরণ করেন। তবে এখন ৯০ ভাগ বাজারই মধ্যপ্রাচ্যে।

ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহ-জালাল (রহঃ)' গ্রন্থ: "হযরত শাহজালাল (রহঃ) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর রাজা গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদের বিভিন্ন মালামাল যখন বাজেয়াপ্ত করা হয়, তখন প্রাসাদের রক্ষিত খাট-পালং, তৈজসাদি ইত্যাদি অনেক বিলাস দ্রব্যের সাথে প্রচুর পরিমাণ আগর কাঠও পাওয়া যায়।"

শেখ সাদী (রাঃ) গুলেস্থার বাংলা অনুবাদে বলা আছে, "উদ কাষ্ঠকে আগুনের উপর না রাখলে তার খোসবু বের হয় না"। উল্লেখ্য, আরবরা আগর কাঠকে 'উদ' এবং আগর আতরকে 'দেহনেল উদ' বলে।

ফার্সী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'বাহারিস্থানে-ই গাইবীতে' এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, "মুসলিম খাঁ ইতিমাম খাঁর মৃত্যুর জন্য মির্জাকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। তাদের সাক্ষাৎ দোয়া ও সান্ত্বনার পর মির্জা নাথান মুসলিম খাঁকে ইরাকি ঘোড়া, মূল্যবান বাংলার কাপড় ও নগদ টাকার সাথে, এক মন উৎকৃষ্ট আগর কাঠও প্রদান করেন।"

'হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "সিলেট জেলায় তাঁতের কাপড়, মাটির হাড়ি, পাতিল, পিতল ও কাসার বাসন কোসন, হুক্কা, মাদুর, মাছ ধরার জাল, আগর আতর তৈরি ইত্যাদি কুটীর শিল্প আছে। পাথারিয়ার জঙ্গলে উৎকৃষ্ট আগর কাঠ পাওয়া যায়। সিলেটের তৈরি আগরের আতর আরব দেশে সমাদৃত।" একই বইয়ে শেখ জালাল উদ্দীন তাব্রিজীর মৃত্যুর বর্ণনায় বলা হয়েছে, "পরের দিন জোহরের নামাজের শেষ সেজদার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে নিজ কোলে টেনে নিলেন। তাঁর হুজরার পাশে তাঁর জন্য কাফন, আতর ও একটি কবর খোদিত আবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁর মুরিদরা যথারীতি গোসল করিয়ে তাঁকে কবর দেন।"

'হর্ষচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের নিকট থেকে বাণভট্ট যে, কাঠ ও আগর আতর উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন তা সিলেটের বড়লেখা থেকে সংগৃহীত"।

আবুর ফজল কর্তৃক রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও আগর কাঠ, আগর তেল ও আগর আতর আহরণ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়।

WEEKLY GULR TIMES এ ১৯৮৯ সালের মে সংখ্যায় (১৮ তারিখ) A princelz piece of wood শিরোনামে ফিচার ছাপা হয়েছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

আগর তেল নিষ্কাশন ও চিপস্ সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ কারখানায় মূলত ২ ধরণের পণ্য উৎপাদন হয়। এক. আগর কাঠ ও দুই. আতর (আগর তেলও বলা হয়) । আগর কাঠ সুগন্ধি যুক্ত ও সুগন্ধি ছাড়া হয়ে থাকে। এছাড়াও আগর কাঠের গুড়া পাওয়া যায়। আগর ও আতর বিভিন্ন গ্রেডের হয়। গ্রেডের উপর মান ও দাম নির্ভর করে।

আগর তেল নিষ্কাশনের কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যদিও অ্যালকোহল সহযোগে তেল নিষ্কাশন করা যায় এবং তা গরম করে অ্যালকোহল সরানো যায় কিন্তু আসল সুঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই পদ্ধতি অবলম্বন করেই মৌলভীবাজারের ব্যবসায়ীরা তেল নিষ্কাশন করে থাকে। শীত মৌসুমে আগর কাঠ সংগ্রহ করে তেল নিষ্কাশনের উত্তম সময়। এই সময় সংগৃহীত কাঠে বেশি তেল পাওয়া যায়।

ঞ) আগর প্রস্তুত করার কলাকৌশল ঃ

আগর বাগান থেকে পূর্ণ বয়স্ক আগর গাছ কেটে এনে প্রথমে তা টুকরো টুকরো (স্থানীয় ভাষায় লগ) করে কেটে আলাদা করা হয়। এ টুকরোগুলোকে দুইভাগে আলাদা করা হয়। এক ভাগে ঘন কালো, হালকা কালো, তামাটে, অল্প তামাটে বর্ণের কাঠের টুকরা এবং অন্য ভাগে ধূসর, প্রায় সাদা বর্ণের কাঠের টুকরা থাকে। হালকা কালো, তামাটে ও অল্প তামাটে রঙের আগর কাঠের টুকরা গুলোকে লম্বালম্বিভাবে চেরা হয়। লম্বালম্বি চেরাগুলোকে ফালি বলা হয়। ফালিগুলো থেকে সাবধানতার সাথে তারকাঁটাগুলোকে সরানো হয়। ফালিগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে ও সুনিপুণভাবে করা হয় যেন কালো অংশ বা আগরগুলো আস্ত থাকে। চেরা ফালিগুলো স্থানীয় ভাষায় ধুম বলে। কারখানাগুলোতে ধুম তৈরির কাজগুলো মূলত মহিলারা করেন। ধুম করার পর কাঠের ফালিগুলোকে কুঁচি কুঁচি করে কাটা হয়। চেরা ফালিগুলো (ধুম) কুঁচি কুঁচি করতে দা ব্যবহারের পাশাপাশি অনেক কারখানায় মেশিন ব্যবহার করা হয়। যার স্থানীয় নাম 'চুরান'। এই চিপস সরাসরিও রপ্তানী করা হয়।

এরপর কুঁচি কুঁচি করে কাটা টুকরোগুলো একটি পাত্রে বা পানির ট্যাঙ্ক, ড্রাম, বড় হাঁড়িতে (স্থানীয় ভাষায় ডেগ বলে) ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিজিয়ে রাখা কাটা কাঠগুলো তুলে চালানির সাহায্য পানি ঝাড়িয়ে ঢেকি গুঁড়া করা হয়। স্থানীয় ভাষায় কাঠের গুঁড়া অংশগুলোকে ছুরন বলা হয়। ছুরনগুলোকে আবারও কমপক্ষে আট থেকে দশ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। উল্লেখ্য যে, ডেগে ভিজিয়ে রাখার ব্যাপারে অনেকে দুইবার আবার অনেকে একবারও করে থাকে। ছুরনগুলো খুব ভালোভাবে পচে গেলে ডেগ থেকে তুলে নিয়ে একটি পানি ভর্তি স্টিলের তৈরি বিশেষ পাত্রের মধ্যে রেখে পরবর্তীতে নিচ থেকে আগুনে তাপ দিতে হয়। পাত্রের চারিদিকে খুব ভালোভাবে বন্ধ করা থাকে, অনেকটা এয়ার টাইটের মতো। চিপসের ৬-৮ গুন বেশি পানি দিয়ে গ্রেড অনুযায়ী ১০-৩০ দিন অবিরতভাবে জ্বাল দেওয়া যায়।

পাত্রের ওপরের দিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটা নল সংযুক্ত করা হয় এবং নলটির অপরপ্রান্ত আরেকটি পাত্রের সাথে সংযুক্ত করা করা থাকে। নলটি অন্য একটি ঠান্ডা পানি ভর্তি স্টিলের তৈরি দিয়ে পরিচালিত করে অন্য পাত্রের সাথে সংযুক্ত করা হয় এখানে স্টিলের তৈরি পাত্রটিতে ঠান্ডা পানি ভর্তি থাকে, ফলে নলের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা বাষ্পগুলো ঠান্ডা পানির সংস্পর্শে এসে সহজেই ফোঁটা ফোঁটা পানিতে পরিণত হয়, ফোঁটা ফোঁটা পানিগুলো নলের অপর প্রান্তে রাখা পাত্রে জমা হয়। আগুনের তাপে ছুরন কাঠ সিদ্ধ হয়ে বাষ্পাকারে ওপরের নলে প্রবেশ করে এবং বাষ্পগুলো ঘনীভূত হয়ে অপর প্রান্তের পাত্রের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে। ঘনীভূত বাষ্প পানি হয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে জমতে থাকে এবং তার ওপর তেলের আস্তরণ পড়ে। তেলের এ আস্তরণই আগর আতর তেল।

পরবর্তীতে পানির ওপর থেকে তেলের অংশটিকে সংগ্রহ করা হয়। এটি মূলত বাষ্পীভবন-শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ পাতন প্রক্রিয়া। এক সঙ্গে একটি ডেগে ৭৪.৬৫ কেজি-১১২.০০ কেজি (২ থেকে ৩ মণ) পরিমাণ ছুরন (আগর চিপস/আগর কাঠের টুকরো) ভর্তি করা যায়। এক ডেগ ছুরন জ্বাল দিয়ে ৮-৯ তোলা আতর পাওয়া যায়। একতোলা আতর প্রায় ১২ গ্রাম পরিমাণ। জমাকৃত আতরগুলো ২-৪ দিন পর পর বোতলজাত করা হয় এবং মাঝে মাঝে রোদে শুকানো হয়। এই পদ্ধতি যত ভালভাবে সম্পন্ন সুঘ্রাণ তত বৃদ্ধি পায়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, আতর বের করার পর উচ্ছিষ্টগুলো আগর বাতির ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করা হয়।

কারখানাতে একসাথে ২-২২ টি ডেক পাশাপাশি বসিয়ে আতর নিষ্কাশনের কাজ করা হয়। এসব ডেকে সাধারণত ২৫-১০০ কেজি ধারণক্ষমতা রয়েছে। আগর গাছের কালো অংশ ছাড়াও সম্পূর্ণ সাদা কাঠ ও ডাল-পালা থেকে নিম্নমানের আতর নিষ্কাশন করা হয়। এমনকি আতর সংগ্রহের পর উচ্ছিষ্ট আগর চিপস বিক্রি করা হয়। এগুলো রপ্তানী হয়ে যায় মধ্যপ্রাচ্যে।

চিত্র ঃ আগর গাছে লোহার পেরেক মারা হয়েছে

চিত্র ঃ পেরেক মারা আগর গাছ কেটে বড় টুকরো করা হয়েছে।

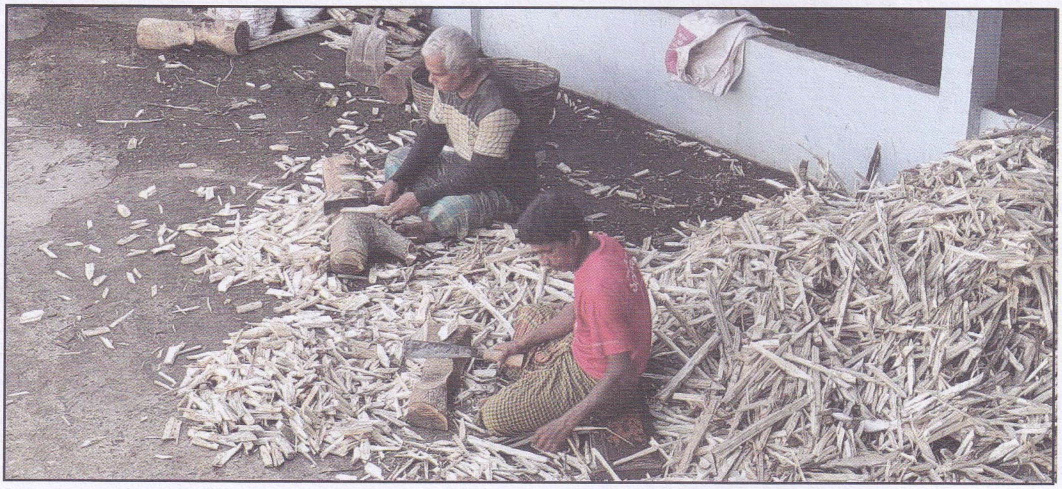

চিত্র ঃ কাঠ থেকে পেরেক আলাদা করার পর আগর চিপস কেটে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

চিত্র ঃ আগর চিপস পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে।

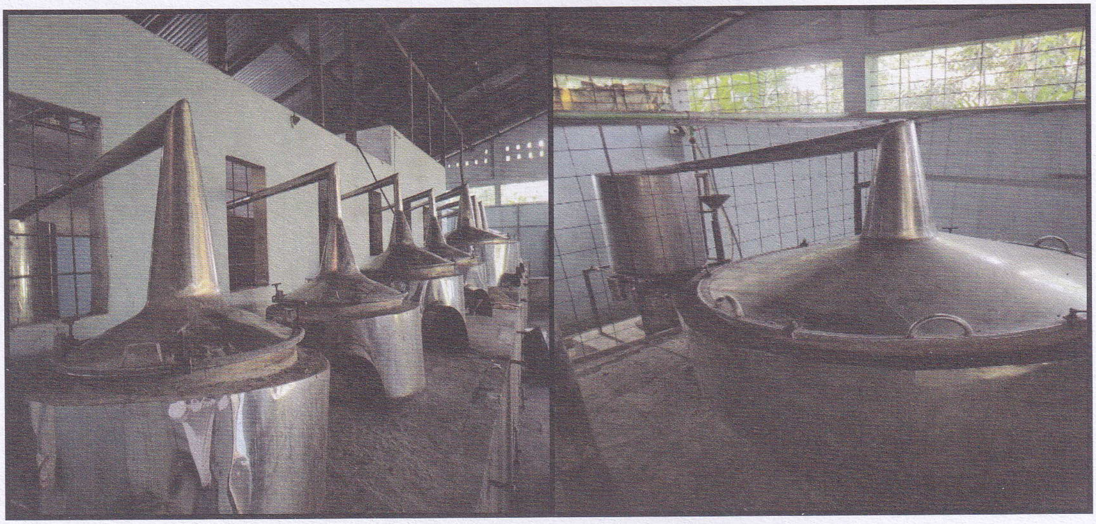

চিত্র ঃ পাতন পদ্ধতিতে আগর তেল বা আতর সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

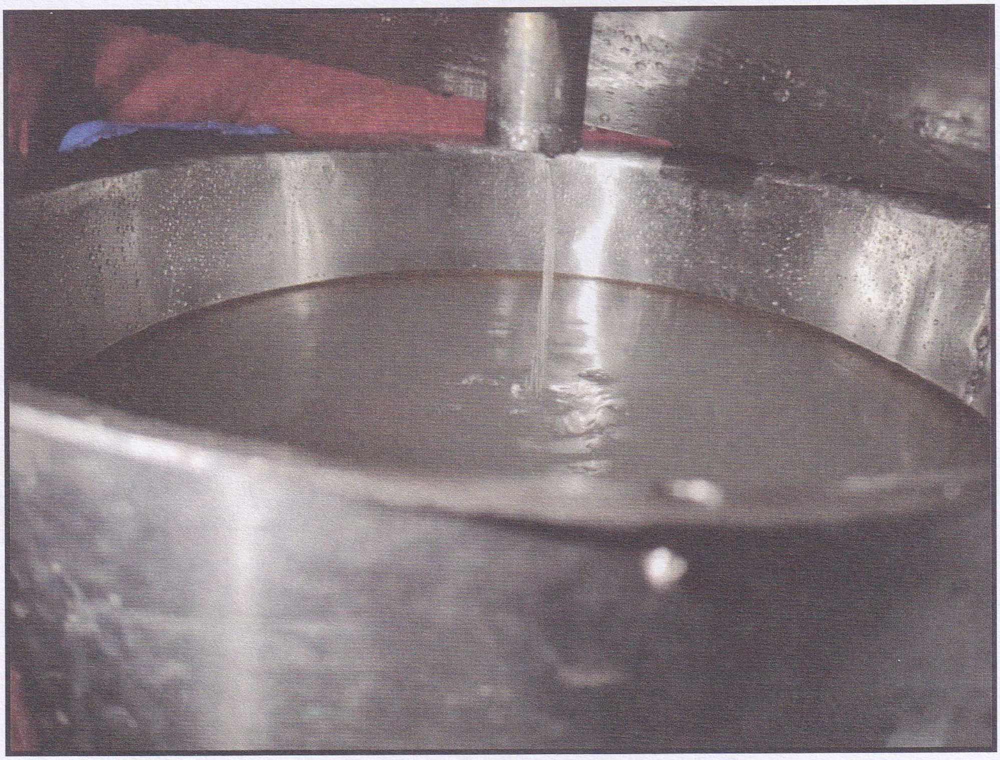

চিত্র ঃ নলের সাহায্যে বাষ্পীভূত পানিন এবং আগর তেল বা আতর পাত্রে জমা হচ্ছে।

ট) অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ

বাংলাদেশে মৌলভীবাজারের মাটি, পানি, জলবায়ু সবই আগর চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী হওয়ায় কয়েক শত বছর ধরে এই অঞ্চলে সর্বোৎকৃষ্ট মানের আগর-আতর উৎপাদিত হয়ে আসছে। সারাবিশ্বেই তাই মৌলভীবাজারের আগর আতরের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

ঠ) ব্যবহারকালঃ

জানা যায়, মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সজানগরে প্রায় চারশত বছর ধরে আগর গাছ থেকে মূল্যবান তরল আতর তৈরি হয়ে আসছে।

চিত্র ঃ আতর সংগ্রহের পর উচ্ছিষ্ট আগর চিপস জমা করা হয়েছে।

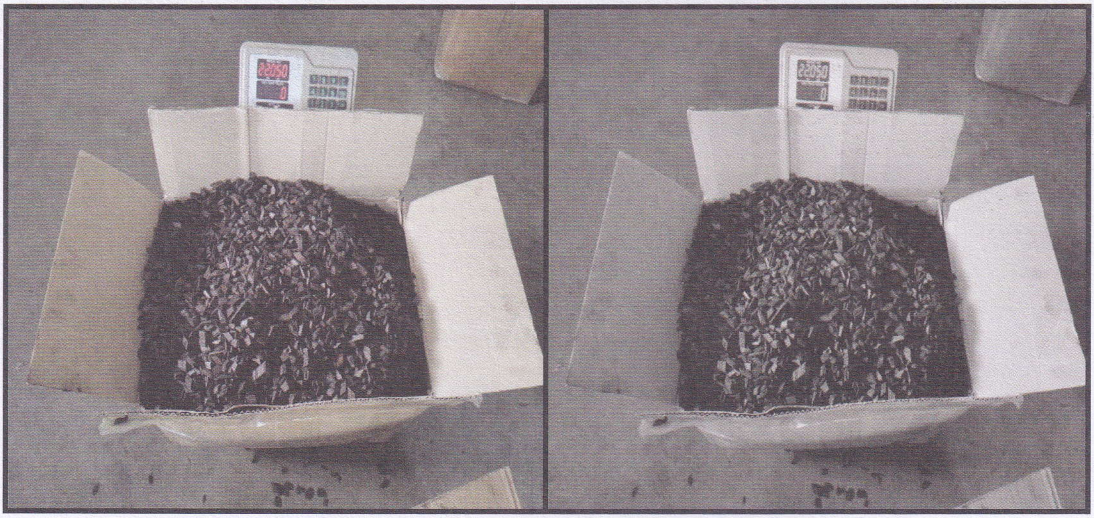

চিত্র ঃ আতর তৈরির পর উচ্ছিষ্ট আগর চিপস রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

চিত্র ঃ আগর চিপস রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

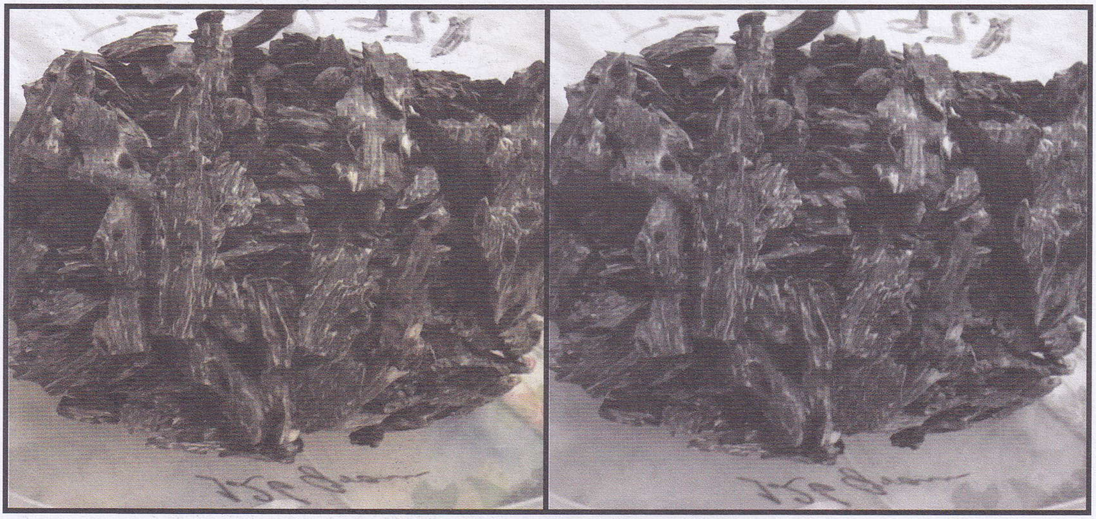

চিত্র ঃ কালো রং এর উৎকৃষ্ট আগর চিপস।

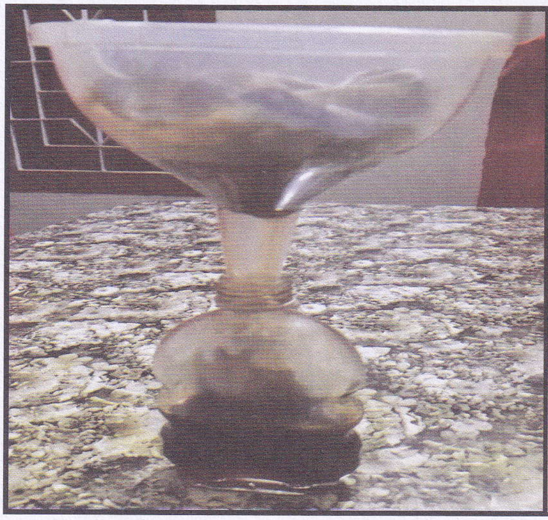

চিত্র ঃ আগর তেল বা আতর সংগ্রহ করা হচ্ছে।

চিত্র ঃ উৎকৃষ্ট মানের আতর।

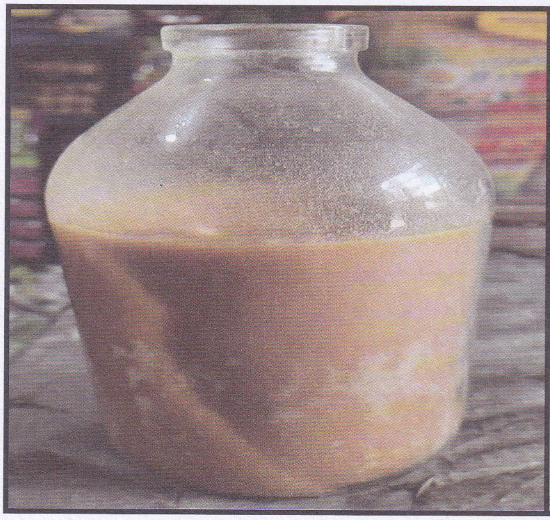

চিত্র ঃ বোতালে আতর সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

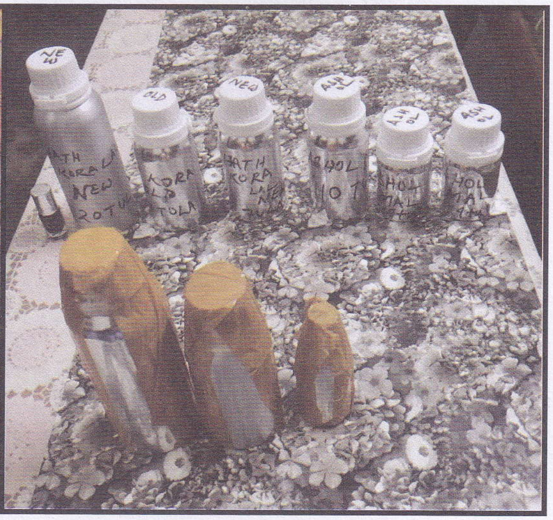

চিত্র ঃ বাজারজাতের জন্য প্রস্তুতকৃত
বিভিন্ন আকারের আতরের বোতল।

আগর উৎপাদক বা কারখানা মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ঃ

১। **মো: আনছারুল হক**
মেসার্স সাদিয়া এন্টারপ্রাইজ, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১১-৯২১০১২

২। **আশরাফ মুহিত ছয়েফ**
মেসার্স আল-মুহিত আগর আতর ফ্যাক্টর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১২-৩৫৮৯১০

৩। **কবীর আহমদ চৌধুরী**
মেসার্স পাথরিয়া আগর প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০৩ খ্রি.)
পূর্ব দক্ষিণভাগ, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৮১৭-০৬২৮৭৩

৪। **মো: বদরুল ইসলাম**
মেসার্স জহির আলী আগর আতর, দক্ষিণ সুজানগর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭২০-৯২৪৩৮৫

৫। **আব্দুল আজিজ**
মেসার্স মা আগর আতর এন্টারপ্রাইজ, সুজানগর উত্তর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-১৭২২৬১

৬। **নুরুল আমিন কিরণ**
মেসার্স ইউসুফ আগর আতর ফ্যাক্টরি, দোহালিয়া, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-১৪২৩২৫

৭। **শামীম আহমদ**
মেসার্স পপি আগর আতর, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-০৬৩৩৬৮

৮। **জালাল আহমদ হেলাল**
মেসার্স মাদার্স এন্টারপ্রাইজ, গাংকুল, দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৫-৩৮৮৮৪০

৯। **মো: আকবর হোসেন**
রেদওয়ান এন্ড মীম ট্রেডার্স, উত্তর সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭১৪-৩৬২৯৪৬

১০। **হাফিজ উদ্দিন**
হাজেরা আগর আতর (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০২ খ্রি.)
সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার
০১৭৩১-৫৪৪৮৯২

References:

1. MRF, D. S. (2022, December 29). ওয়ান ডিস্ট্রিক মৌলভীবাজার, ওয়ান প্রোডাক্ট আগর : পরিবেশমন্ত্রী. DAILYSYLHET.COM | SYLHET NEWS | BANGLA NEWS. https://dailysylhet.com/details/694910/

2. E. (n.d.). প্রাচীণ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বড়লেখার তরল সোনার কঠিন সময় অতিবাহিত. EzeNews.news. https://www.eyenews.news/sylhet/moulvibazar/46685

3. বাংলাদেশের যে আতর বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে সুগন্ধি. (n.d.). বাংলাদেশের যে আতর বিশ্বজুড়ে ছড়াচ্ছে সুগন্ধি. https://ridmik.news/article/3WkhJ6/বাংলাদেশের-যে-আতর-বিশ্বজুড়ে-ছড়াচ্ছে-সুগন্ধি

4. প্রতিবেদক. (n.d.). সুজানগরের আগর-আতর জয় করেছে মধ্যপ্রাচ্য. Prothomalo. https://www.prothomalo.com/business/সুজানগরের-আগর-আতর-জয়-করেছে-মধ্যপ্রাচ্য

5. লাভজনক ব্যবসা আগর শিল্প Archives-Agriculturelearning. (2019, April 3). https://www.agriculturelearning.com/অন্যান্য-ব্যবসা-বানিজ্য/

6. চিরসবুজ সুগন্ধী বৃক্ষ আগর গাছ-Curious24World. (2021, Februarz 7). Curious24World. https://www.curious24world.com/8135/আগর-গাছ/

7. আতর রপ্তানি করেই ১০০০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব. (n.d.). Our Islam &Raquo; আতর রপ্তানি করেই ১০০০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব. https://www.ourislam24.com/২০১৮/১২/১৩/আতর-রপ্তানি-করেই-১০০০-কোট/

8. মৌলভীবাজারের সুজানগর বাংলাদেশের আগর ও আতরের রাজধানী। Perfume Village Of Bangladesh | Info Hunter. (2021, November 15). YouTube. https://www.zoutube.com/watch?v=umBUQUKt4RU

9. আগর গাছের চাষ পদ্ধতি. (2023, Februarz 26). Bornolota. https://www.bornolota.com/2023/02/agor-gaser-cash-poddhoti.html

10. অর্থকরী উদ্ভিদ আগর. (n.d.). Jjdin. https://www.jaijaidinbd.com/feature/agriculture-and-posibilitz/221572

11. A. (n.d.). আগর. agaminews.com.https://www.agaminews.com/herbal-world/news/82179

12. কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস). (n.d.). সম্ভাবনাময় আগর-আতর শিল্প. http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/1424/জ্যৈষ্ঠ/সম্ভাবনাময়%20আগর-আতর%20শিল্প

13. ডেইলি বাংলাদেশ D. B. (n.d.). আগর গাছ থেকে আতর তৈরির রহস্য. Dailz Bangladesh. https://www.dailz-bangladesh.com/feature/162234

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি–ক–১৪৫/২৩-২৪/শিল্প–০৯-১১-২০২৩–২০০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.